ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১০২ ● কলকাতা ● ০১ বৈশাখ, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ১৫ এপ্রিল ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

# রাজ্যে আসবেন প্রধানমন্ত্রী - জানালেন শুভেন্দু

**বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা**

মুর্শিদাবাদের গন্ডগোল ও ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হওয়া নিয়ে শনিবার বিকেলে বিরাট প্রতিবাদ মিছিল করেছে বিজেপি। কলেজ স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল রাজ্য বিজেপির। সেখান থেকেই প্রধানমন্ত্রীর আসার কথা জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিনের প্রতিবাদ মিছিলে এক মঞ্চে দেখা গেল রাজ্য বিজেপির তিন শীর্ষ নেতাকে। একসঙ্গে মিছিলে হাঁটলেন শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ ও সুকান্ত মজুমদার। শুভেন্দুর ঘোষণা অনুযায়ী, "রাজ্য সফরে আসার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। ২৭ এপ্রিলের পর

এরপর ৩ পাতায়

## এনডিএ'র সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেন রামবিলাসের ভাই পশুপতি

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

**পটনা:** চলতি বছরের শেষের দিকেই বিহার বিধানসভার নির্বাচন। শাসক এনডিএ ও বিরোধী মহাজোটের তরফ থেকে ভোটে বাজিমাত করতে রণকৌশল সাজানো শুরু হয়েছে। তার মাজেই এনডিএ'কে জোর ধাক্কা দিলেন প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা দলিতদের অন্যতম মসিহা হিসাবে পরিচিত রামবিলাস

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে আগামী ১৫ই এপ্রিল, ২০২৫ "পয়লা বৈশাখ" উপলক্ষ্যে আমাদের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে, তাই ১৬ই এপ্রিল, ২০২৫ আমাদের পত্রিকার কোনো প্রকাশন হবে না আগামী ১৭ই এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে আমাদের পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হবে।

**সম্পাদক**

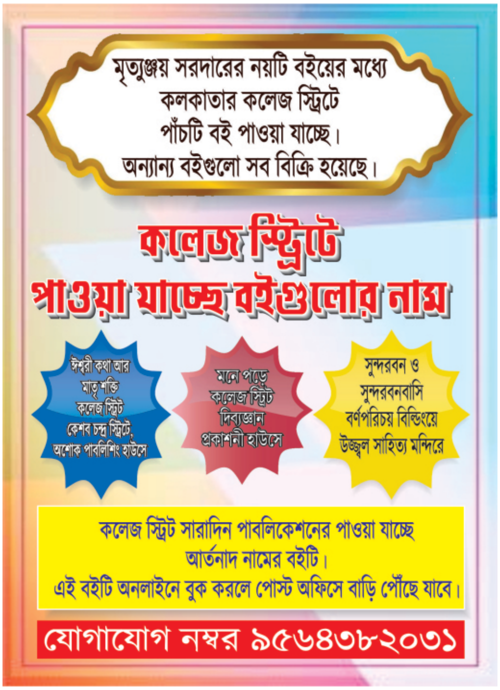

# মোহনবাগানের 'দ্বি-মুকুট জয়ে', সুন্দরবনে সবুজ-মেরুন উৎসব!

**নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী**

শনিবার রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে ষাট হাজারের যুবভারতী কে স্বাক্ষী রেখে সুনীল ছেত্রীর বেঙ্গালুরু এফ.সি কে পরাজিত করে আইএসএলে 'দ্বি-মুকুট' জয় করেছে জেমি মাক্ল্যারেন, জেসন কামিংস, সুবাশিস বোস দের মোহনবাগান! লীগ শিল্ডের পর আইএসএল ট্রফিও জিতে নেয় মলিনার ছেলেরা। অতিরিক্ত সময়ে গুরপীত কে পরাস্ত করে অজি বিশ্বকাপার মাক্ল্যারেন বেঙ্গালুরুর জালে বল জোড়ানোর পরে যে উৎসবে মেতে উঠে ছিল মেরিনার্সরা তার বাহাত্তর ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও তা আজও অব্যাহত! তবে এই উৎসব আজ আর সল্টলেকের যুবভারতীতে নয়, জয় উৎসব হচ্ছে এই শহর কলকাতা থেকে বহু দূরের প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তীতে!

এদিন চোরাডাকাতিয়া সুন্দরবন মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাবের পক্ষ থেকে বৈকাল ৪ ঘটিকায় তাদের ক্লাব প্রাঙ্গনে প্রথমে ভারতের জাতীয় ক্লাব মোহনবাগানের পতাকা উত্তোলন করে এই জয় উল্লাসের সূচনা করেন ক্লাব সভাপতি সাবির হোসেন সেখ, সম্পাদক শরদিন্দু মাঝিরা। আর তার পরেই আইএসএল কাপের একটি রিপ্লাকা নিয়ে সবুজ - মেরুন আবির খেলা থেকে শুরু করে নাচে, গানে মেতে ওঠে সুন্দরবনের মোহনবাগানীরা! সেই সঙ্গে এদিন চোরাডাকাতিয়া সুন্দরবন মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাবের সদস্যদের মোহনবাগানের এই ঐতিহাসিক জয়ের উৎযাপনের মুহূর্তে দেখা গেল 'অমর একাদশ' কে স্মরণ করে ও তাদের স্বর্গীয় সদস্যদের বিদেয়ী আত্মার শান্তি কামনা করে নিরাবতাও পালন করতে আর সেই সাথে সুন্দরবনের মেরিনার্সদের জন্য ফ্যান্স ক্লাবটির পক্ষ থেকে এদিন রাত্রে ভুরি ভোজেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মেনু তে ছিল ভাত, ডাল, মাংস ও সবুজ মেরুন জনতার প্রিয় খাদ্য চিংড়ি এবং শেষে দই ও মিষ্টি মুখের ব্যবস্থা।

## নতুন জাতীয় সড়ক চেয়ে কেন্দ্রের দ্বারস্থ জঙ্গলমহল বাসী

**সুমন পাত্র, পশ্চিম মেদিনীপুর**

জঙ্গলমহল জুড়ে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য ঝাড়গ্রাম আসানসোল হাইওয়ে দাবী জঙ্গলমহল বাসীর।

ব্রিটিশ ভারতে গর্জে উঠেছিল জঙ্গলমহল সাঁওতাল বিদ্রোহ থেকে চুয়াড় বিদ্রোহের সাক্ষী বহনকারী এই পুরুলিয়া বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের লাল মাটি বঞ্চিত থেকেছে বরাবর। কখনো বাম শাসনের চোখ রাঙানি। কখনো এরা দেখেছে মাওবাদী শাসন। বঞ্চিত এই জঙ্গলমহল কখনো কাছে টেনে নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসকে কখনো দুহাত উজাড় করে দিয়েছে বিজেপি সিপিএমকে দুমুঠো উন্নয়নের আশায়। উন্নয়ন মেলেনী। পেয়েছে গাল ভরা প্রতিশ্রুতি আর বঞ্চনা।

এবার জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল থেকে ঝাড়গ্রাম

এরপর ৫ পাতায়

## ডায়মণ্ড হারবারের নানা স্থানে আম্বেদকরের জন্মদিন পালন

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে ১৪ এপ্রিল নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ডায়মণ্ড হারবারে ডঃ ভীম রাও আম্বেদকরের জন্মদিন পালন করা হয়। পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য চাষী কৈবর্ত সমাজের উদ্যোগে এদিন সকালে ডায়মণ্ড হারবার সমষ্টি উন্নয়ন কেন্দ্রের সামনে ডঃ আম্বেদকরের আবক্ষ মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এছাড়া চাষী কৈবর্ত সমাজের কার্যালয়ে তপশীলি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রাজ্য সম্পাদক ও শিক্ষক সিদ্ধানন্দ পুরকাইত রাজ্যের চাষী কৈবর্ত-মাহিষ্য সমাজের বঞ্চনার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। শাসক ও বিরোধী উভয় দলেরই রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এবং প্রশাসনিক স্তরে সমন্বয়হীনতার ফলে দীর্ঘদিন ধরে এই বঞ্চনা চলে আসছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। এজন্য রাজ্য ব্যাপী গণ আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

এদিন ফলতা থানার শিবানীপুরে "মুক্তকণ্ঠ" সংস্থার উদ্যোগে ডঃ আম্বেদকরের জন্মদিন পালন করা হয়। এখানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রণেতা ও নিপীড়িত মানুষের মুক্তির দিশারী স্বদেশ প্রেমিক ডঃ বাবা সাহেব ভীম রাও আম্বেদকরের জীবন ও কর্ম বিষয়ে আলোকপাত করেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও সমাজকর্মী তপনকান্তি মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন মানস শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির পাইক প্রমুখ।

(১ম পাতার পর)

# রাজ্যে আসবেন প্রধানমন্ত্রী - জানালেন শুভেন্দু

রাজ্যে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর সফরের পর রাজ্য সভাপতি-সহ বাকিদের সঙ্গে আলোচনা করে নবান্ন অভিযান হবে। চূড়ান্ত আরেকটা লড়াই দিতে চাই আমরা। আলোচনার পর তারিখ ঘোষণা করা হবে।কলেজ স্ট্রিটের মিছিল থেকে ঘোষণা শুভেন্দুর। ১৬ থেকে ২০ এপ্রিল মিছিলের ডাক বিজেপির শীর্ষ নেতাদের। কলেজ স্ট্রিটের মঞ্চ থেকে শুভেন্দু স্পষ্টতই জানান, পয়লা বৈশাখের পর ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজ্য সফরের পরই রাজ্যে সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতির প্রতিবাদে পথে নামবে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করার পর নবান্ন অভিযান করা হবে। সূত্রের আরও খবর, ২৭ এপ্রিলের পর রাজ্যে ২ দিনের সফরে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রথম দিন কলকাতায় বৈঠক হতে পারে বলে খবর। দ্বিতীয় দিন জেলা সফরে বেরোতে পারেন মোদী।

(১ম পাতার পর)

# এনডিএ'র সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেন রামবিলাসের ভাই পশুপতি

পাসোয়ানের ভাই পশুপতি কুমার পারশ।বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তীতে পটনার বাপু সভাঘরে এক অনুষ্ঠানে এদিন বিজেপি নেতৃত্ব এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে এক হাত নিয়েছেন পশুপতি পারশ। বিজেপি নেতৃত্বকে দলিত বিরোধী আখ্যা দেওয়ার পাশাপাশি নীতীশ কুমারকে দুর্নীতিবাজ হিসাবেও আখ্যা দিয়েছেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায়, 'বিহারের বর্তমান সরকার একজন অসুস্থের নেতৃত্বে চলছে। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বলে কোনও কিছু আর অবশিষ্ট নেই। রাজ্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকায় গরিব মানুষদের পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে ভিন রাজ্যে পাড়ি জমাতে হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে চৌপাট হয়ে গিয়েছে।'আজ সোমবার (১৪ এপ্রিল) তিনি রাখঢাক না রেখে জানিয়ে দিয়েছেন, 'এনডিএ'র সঙ্গে তাঁর রাষ্ট্রীয় লোক জনশক্তি পার্টির আর কোনও সম্পর্ক নেই।' সেই সঙ্গে তিনি এও জানিয়েছেন, 'যারা তাঁদের দলকে যোগ্য সম্মান দেবে, সেই শিবিরের সঙ্গেই হাত মেলানো হবে।' রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, এনডিএ ছেড়ে রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) নেতৃত্বাধীন মহাজোটে সামিল হতে পারেন পশুপতি। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে বিহারে আসন সমঝোতায় পশুপতি পারশের দল রাষ্ট্রীয় লোক জনশক্তি পার্টিকে একটি আসনও ছাড়েনি বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব। উল্টে রামবিলাস পুত্র চিরাগ পাসোয়ানকে পাঁচটি আসন ছেড়েছিল। বিজেপি নেতৃত্বের ওই আচচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে লোকসভা ভোটের আগেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন পশুপতি পারশ। এমনকি এনডিএ'র সঙ্গেও দুরত্ব বজায় রেখে চলছিলেন।

# বাংলায় ওয়াকফ অশান্তির আঁচ পড়শি রাজ্যেও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে উত্তপ্ত রাজ্য। অশান্তির আগুনে জ্বলছে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান, সুতি, জঙ্গিপুর সহ একাধিক এলাকা। এরই মধ্যে এবার পড়শি রাজ্যেও উঠল ওয়াকফ বিরোধিতার সুর। রবিবার ঝাড়খণ্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা ইরফান আনসারি বললেন, ঝাড়খণ্ডে কোনও অবস্থাতেই ওয়াকফ সংশোধনী আইন কার্যকর করতে দেওয়া হবে না।বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলে তিনি বলেন, "বিজেপি রাক্ষসের মতো আচরণ করছে। যার অধিকার আছে, তাকেই আক্রমণ করছে বিজেপি। ষড়যন্ত্র করে আমাদের সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে। বিজেপিতে আমাদের সম্প্রদায়ের কোনও মন্ত্রী, বিধায়ক বা সাংসদ নেই। তাহলে বিজেপি আমাদের প্রতি এত বন্ধুত্বপূর্ণ কেন হচ্ছে? বিজেপির মুখপাত্ররা বলছেন যে ওয়াকফ বোর্ডের অধীনে আমাদের উন্নয়ন হবে। কেন আপনি আমাদের উন্নয়ন করতে চান? বিজেপি আমাদের নিয়ে চিন্তিত কেন?"

এরপর ৬ পাতায়

# সুকান্ত ও শুভেন্দু কে ক্ষমা চাইতে হবে সাংবাদিক বৈঠকে বললেন দেবাংশু

বেবি চক্রবর্ত্তী :কলকাতা

রবিতে কুণাল ঘোষ। সোমে দেবাংশু ভট্টাচার্য। তৃণমূলের দুই নেতাই পরপর দুই দিনে সাংবাদিক বৈঠক করে মুর্শিদাবাদে হিংসার দায় ঠেললেন বিজেপির উপর। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্নে পাল্টা বিজেপি শাসিত রাজ্যের কথা টেনে আনলেন দেবাংশু। একটি সমীক্ষার কথা উল্লেখ করে দেবাংশুর দাবি, বিজেপি শাসিত রাজ্যে লাফিয়ে বেড়েছে ধর্মীয় অশান্তি।সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে দেবাংশু বলেন, "২০২৪ সালে ৫৯টি ধর্মীয় অশান্তির মধ্যে ৪৯টিই ঘটেছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে। মহারাষ্ট্র, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে ঘটেছে ধর্মীয় অশান্তির ঘটনা। ২০২৩ এর তুলনায় ২০২৪ সালে ধর্মের নামে অশান্তি ৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাহলে যারা পশ্চিমবঙ্গের দিকে যারা আঙুল তুলছেন, তারা কি এর জবাব দেবেন? বিজেপি শাসিত রাজ্যে কেন এমনটা ঘটল?"

মুর্শিদাবাদে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশ প্রসঙ্গেও বিজেপিকে পাল্টা কটাক্ষ করলেন দেবাংশু। বিজেপি শাসিত রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও ত্রিপুরায় কেন কেন্দ্রীয় বাহিনী নামাতে হয়েছে, সেই প্রশ্ন করেন দেবাংশু। বলেন, "তাহলে ত্রিপুরাতেও কি আইনশৃঙ্খলা ফেল? ২০২০-তে দিল্লিতে নির্বাচন হয়েছে। তার ঠিক আগে ১০ দিন ধরে সিএএ প্রতিবাদে দাঙ্গায় দিল্লি স্তব্ধ হয়েছিল। সেখানের আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। কোনও ব্যবস্থা হয়নি।"

দিল্লির অশান্তির কথা টেনে দেবাংশুর দাবি, "নির্বাচনের আগে দিল্লি ১০ দিন জ্বালিয়েছে, এখন ছাব্বিশের আগে বাংলাকে

এরপর ৪ পাতায়

## সম্পাদকীয়

### হরিয়ানা থেকে অযোধ্যা ধাম পর্যন্ত বিমান পরিষেবা শুরু হয়েছে

বিমান ভ্রমণকে নিরাপদ, ব্যয় সাশ্রয়ী এবং সকলের জন্য সহজলভ্য করে তোলার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ হরিয়ানার হিসারে ৪১০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের মহারাজা অগ্রসেন বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। সমাবেশে ভাষনে তিনি হরিয়ানার জনগণকে শুভেচ্ছা জানান। হরিয়ানার জনগণের শক্তি, ক্রীড়ানুরাগ এবং ভ্রাতৃত্ববোধকে রাজ্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃতি দেন। ফসলের মরশুমে এই ব্যস্ততার মধ্যে এই বিশাল সমাবেশের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন শ্রী মোদী।

প্রধানমন্ত্রী গুরু জাম্বেশ্বর, মহারাজা অগ্রসেন এবং পবিত্র অগ্রোহ ধামকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। তিনি হরিয়ানার, বিশেষ করে হিসারের প্রতি তাঁর স্মরণীয় স্মৃতি ভাগ করে নেন। তাঁর দল যখন তাঁকে রাজ্যের দায়িত্ব অর্পণ করেছিল তখন অনেক সহকর্মীর সঙ্গে হরিয়ানায় ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সময়কার স্মৃতি স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি হরিয়ানায় দলের ভিত্তি শক্তিশালী করার জন্য সহকর্মীদের নিষ্ঠা এবং প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন। তিনি একটি উন্নত হরিয়ানা এবং একটি উন্নত ভারতের লক্ষ্যে তাঁর দলের প্রতিশ্রুতির প্রতি গর্ব প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজ সমগ্র জাতির জন্য একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন। কারণ এটি সংবিধানের প্রণেতা বাবাসাহেব আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকী"। তিনি বলেন, বাবাসাহেবের জীবন, সংগ্রাম এবং বার্তা তাঁর সরকারের ১১ বছরের যাত্রার ভিত্তিপ্রস্তর। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে প্রতিটি সিদ্ধান্ত, প্রতিটি নীতি এবং সরকারের প্রতিটি দিন বাবাসাহেবের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি নিবেদিত। তিনি সুবিধা থেকে বঞ্চিত, নিপীড়িত, শোষিত, দরিদ্র, আদিবাসী সম্প্রদায় এবং মহিলাদের জীবন উন্নত করার এবং তাদের স্বপ্ন পূরণের জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদের সরকারের মন্ত্র হল ধারাবাহিক এবং দ্রুত উন্নয়ন।

শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র ভূমি এবং ভগবান রাম নগরীর মধ্যে সরাসরি সংযোগের প্রতীক হরিয়ানা থেকে অযোধ্যা ধাম পর্যন্ত বিমান চলাচলের শুরুর উপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে যে শীঘ্রই অন্যান্য শহরে বিমান চলাচল শুরু হবে। তিনি হিসার বিমানবন্দরে নতুন টার্মিনাল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কথা তুলে ধরেন। এই গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকের জন্য তিনি হরিয়ানার জনগণকে অভিনন্দন জানান।

চটি পরা ব্যক্তিরাও বিমানে চড়বেন, এই প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে শ্রী মোদী বলেন, গত ১০ বছরে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় প্রথমবারের মতো বিমান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, যেসব এলাকায় আগে যথাযথ রেলওয়ে স্টেশন ছিল না, সেখানেও নতুন বিমানবন্দর তৈরি করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, ২০১৪ সালের আগে ভারতে ৭৪টি বিমানবন্দর ছিল,কিন্তু বর্তমানে বিমানবন্দরের সংখ্যা ১৫০ ছাড়িয়ে গেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, উড়ান প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৯০টি বিমানবন্দর সংযুক্ত করা হয়েছে, ৬০০টিরও বেশি রুট চালু রয়েছে। এর ফলে অনেকের জন্য ব্যয়সাশ্রয়ী মূল্যে বিমান ভ্রমণ সম্ভব হয়েছে। এর ফলে বার্ষিক বিমান ভ্রমণকারীদের সংখ্যা রেকর্ড সংখ্যক বেড়েছে বলে শ্রী মোদী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, বিভিন্ন বিমান সংস্থা ২০০০টি নতুন বিমানের রেকর্ড অর্ডার দিয়েছে, যা পাইলট, বিমান পরিষেবা প্রদানকারী এবং অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য অসংখ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে বিমান রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "হিসার বিমানবন্দর হরিয়ানার যুবসমাজের আকাঙ্ক্ষাকে উন্নীত করবে, তাদের নতুন সুযোগ এবং স্বপ্ন প্রদান করবে"।

## জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চব্বিশতম পর্ব)

বেহুলার নাচে চঞ্চল হয়ে উঠলো চারদিক, তার নূপুরের ধ্বনিতে ভ'রে গেলো স্বর্গলোক। বেহুলার নৃত্যে এক অসাধারণ ছন্দ। মুগ্ধ হল দেবতারা। তারা বেহুলাকে বর প্রার্থনা করতে বললো। সে তার স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করলো। মহাদেব রাজি হলো তাতে।মনসা এসে বললো, আমি লখিন্দরকে ফিরিয়ে দিতে পারি, যদি চাঁদ আমার পুজো করে।' বেহুলা তাতে রাজি হল, এবং বললো, তাহলে তোমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে আমার শ্বশুরের সব কিছু। ফিরিয়ে দিতে হবে তাঁর পুত্রদের, তাঁর সমস্ত বাণিজ্যতরী। রাজি হলো মনসা।মনসা সব ফিরিয়ে

**ক্রমশঃ**

**(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)**

(৩ পাতার পর)

## সুকান্ত ও শুভেন্দু কে ক্ষমা চাইতে হবে সাংবাদিক বৈঠকে বললেন দেবাংশু

জ্বালাচ্ছে। দিল্লির ঘটনায় বিজেপি সাংসদ কপিল মিশ্র ক্রমাগত উসকানি দিয়ে গিয়েছেন। অনুরাগ ঠাকুরও দিয়েছেন, একটাও অ্যাকশন হয়নি। উল্টে তাঁকে মোদী ক্যাবিনেটে রেখে দিয়েছেন। যাদের রাজ্যে এত দাঙ্গা হল, তারা বাংলার দিকে আঙুল তুলছে?বিজেপি শাসিত অসমের কাছাড়েও ওয়াকফ নিয়ে অশান্তি হয়েছে বলে দাবি দেবাংশুর। এরাজ্যে মমতার প্রশাসন, পুলিশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতি আয়ত্তে এনেছে বলেও দাবি তৃণমূল নেতার। গতকাল কুণাল ঘোষের সুরে সুর মিলিয়েই দেবাংশু এদিন বলেন, "বিজেপি মিথ্যে খবর ছড়িয়ে বর্ডার দিয়ে লোক ঢুকিয়ে বহিরাগত এনে উসকানি দিচ্ছে। বাংলার বলে নিজের রাজ্যের দাঙ্গার ছবি চালাচ্ছে। নিজের কাউন্সিলরের পুলিশকে পেটানোর ছবি তৃণমূল বিধায়ক বলে চালাচ্ছে। বিজেপি কত কুকীর্তি করলে সেটা ভাগ করে নিতে পারে।ভুয়ো পোস্ট শেয়ার করার অভিযোগে সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে লিগ্যাল অ্যাকশন নেওয়া হবে বলেও মন্তব্য দেবাংশুর। সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারীকে মিথ্যা খবর প্রচারের জন্য হাতজোড় করে ক্ষমা চাইতে হবে বলে দাবি তোলেন দেবাংশু। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে মমতার জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী দেবাংশুর দাবি, "চব্বিশের আগে সন্দেশখালি করতে চেয়েছিল। ছাব্বিশের আগে সুতি ফারাক্কা থেকে শুরু করল। যতই চেষ্টা করুক, সফল হবে না।

## ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

নিজ পুত্রকে মৃত ভেবে শোক গ্রস্ত হলেন এবং শনির জীবন দানের জন্য প্রার্থনা অনুনয় বিনিময় করতে লাগলেন । সূর্যের প্রার্থনা শুনে শিব শনির মুরচ্ছা ভঙ্গ করলেন । শনিদেবে অভিমান ভঙ্গ হল এবং ভগবানের পাদপদ্মে নিজেকে সমরপন করে ক্ষমা চাইলেন ।

**ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(২ পাতার পর)

# নতুন জাতীয় সড়ক চেয়ে কেন্দ্রের দ্বারস্থ জঙ্গলমহল বাসী

লালগড় হয়ে আসানসোল দুর্গাপুর পর্যন্ত সরাসরি হাইওয়ে তৈরির দাবি তুলল জঙ্গলমহলবাসী। তাদের দাবি এই রাস্তাটি তৈরি হলে উপকৃত হবে জঙ্গলমহলের দুকোটি মানুষ। এই রাস্তাটি সংযুক্ত করবে জাতীয় সড়ক দুই ও জাতীয় সড়ক ছয়ের মধ্যে সেই সাথে এ রাস্তাটি দিল্লি কলকাতা গ্রীনফিল্ড এক্সপ্রেসওয়েকে আড়াআড়িভাবে ক্রস করবে। এই রাস্তাটি বিকল্প হয়ে উঠবে চেন্নাই থেকে দিল্লি যাওয়ার কিংবা দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তরবঙ্গে যাওয়ার জন্যেও। যানজট কমাবে বাকি খড়গপুর মোরগ্রাম জাতীয় সড়কের উপরেও। সেই সাথে প্রস্তাবিত এই রাস্তাটি সংযুক্ত করবে বেলদা, কেশিয়াড়ি, কুলটিকরী, লোধাসুলি, ঝাড়গ্রাম, কাঁটাপাহাড়ি বুলানপুর, পাথরপাড়া, দুবরাজপুর, পাঁচমুড়া, ওন্দা, বেলিয়াতোড়, মালিয়াড়া, অন্ডাল, রানীগঞ্জ ও আসানসোলকে।

প্রস্তাবিত এ রাস্তাটিতে জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত ধু ধু জঙ্গল থেকে শুরু করে এ রাস্তাটি সংযুক্ত করবে আসানসোল দুর্গাপুরের মতো শিল্পাঞ্চলকেও। এই রাস্তাটি আগামী দিনে জঙ্গলমহলকে পথ দেখাবে নতুন শিল্পের।

এই রাস্তা দিয়ে কখনও কংসাবতী কখনও শিলাবতী কখনও সুবর্ণরেখা আবার কখনও দামোদর নদীর জল শিল্পোদ্যোক্তাদের কাজে আসবে আবার কখনো কাজে আসবে জঙ্গলমহলের কাঁচামাল। একদিকে যেমন ঝাড়গ্রাম লোকসভা অপর দিকে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বিষ্ণুপুর, আসানসোল, লোকসভার পাশাপাশি বোলপুর বীরভূমের জন্যেও এ রাস্তাটি তৈরি হলে যে আগামী দিনে তারা প্রভূত উপকৃত হবে সে কথাটি আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তাই এই রাস্তাটির দাবি নিয়ে আগামী দিনে কেন্দ্রীয় ভারী সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়গড়ির দ্বারস্থ হতে চলেছেন জঙ্গলমহলবাসীদের একাংশ।

জঙ্গলমহলে লক্ষাধিক মানুষ দুগ্ধ শিল্পের সাথে যুক্ত। কে কেউ যুক্ত কাঁচা সবজি থেকে শুরু করে বিভিন্ন উৎপাদন মূলক কাজের সাথে তারা দ্রুত এইসব কাঁচামাল আসানসোলের মত শিল্প শহরে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি তারা দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার স্বপ্ন দেখে কিন্তু এখন এই মুহূর্তে গ্রামের প্রত্যন্ত কয়েকটি প্রান্ত থেকে দিল্লি পৌঁছতে তিন দিন সময় লাগে। এই রাস্তাটি তৈরি হলে তা কমে অর্ধেক হয়ে যাবে। দূরত্ব কমবে ৩০০ কিলোমিটার।

অপরদিকে আসানসোলের মত অনেক শিল্পোন্নত শহর অনুসারী শিল্প তৈরি থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল খুব সহজেই জঙ্গলমহল থেকে সংগ্রহ করতে পারবে। সমস্যা মিটবে জঙ্গলমহলের হাজার হাজার বেকারের। কবে আসবে জঙ্গলমহলের দারিদ্রতা উন্নত হবে আর্থসামাজিকভাবে জঙ্গলমহল। বৈষম্য কমবে গ্রাম ও শহরের দূরত্ব ঘুচবে ভারতের সাথে ইন্ডিয়ার। এখন সেই আশায় মশগুল জঙ্গলমহলবাসীদের একাংশ।

প্রস্তাবিত এই পথটি ঘিরে স্বপ্ন দেখছে মেদিনীপুরের পাথরপাড়া, স্বপ্নে মশগুল ঝাড়গ্রামের রামগড় কিংবা বাঁকুড়ার পাঁচমুড়া। তাদের স্বপ্ন কতটা ফলপ্রসূ হয় সেদিকেই তাকিয়ে গোটা জঙ্গলমহল।

## আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

**Emergency Contacts**
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

**Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors**
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

**Administrative Contacts**
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

**Contacts of Railway Stations & Banks**
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

## রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি | 02 ভারত মেডিকেল হল | 03 সপ্না মেডিকেল হল | 04 ভারত মেডিক্যাল হল | 05 ঘোষ মেডিকেল | 06 ঔষধ ঘর |
| 07 আরোগ্য মেডিক্যাল | 08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী | 09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি | 10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী | 11 সিনহা মেডিকেল হল | 12 গোকুল ফার্মেসী |
| 13 ঔষধ ঘর | 14 সৌভিক ফার্মেসি | 15 নির্মলা মেডিকেল হল | 16 মাতৃ ফার্মেসী | 17 ইউনিক ফার্মেসী | 18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি |
| 19 ঘোষ মেডিকেল | 20 সৌভিক ফার্মেসি | 21 আরোগ্য মেডিকেল | 22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী | 23 শোভা মেডিকেল হল | 24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার |
| 25 সিনহা মেডিকেল হল | 26 ঘোষ মেডিকেল | 27 মাতৃ ফার্মেসী | 28 সৌভিক ফার্মেসি | 29 নির্মলা মেডিকেল হল | 30 মাতৃ ফার্মেসী |

# প্রবীণদের ভাষণ শুনতে অনীহা! বামেদের ব্রিগেডে বক্তা বদল, সভামঞ্চে মীনাক্ষী

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

আগামী ২০ এপ্রিল বামেদের ব্রিগেড সমাবেশ। এবারের আয়োজক দলের শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর সংগঠন। ওই দিনের সমাবেশে সিপিএমের বক্তা তালিকায় শেষমেশ মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে রাখতে চলেছে বঙ্গ সিপিএম। দলের যুবনেত্রী ও সদ্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হওয়ায় মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে ব্রিগেডের বক্তা তালিকায় নাম দেওয়া হয়নি।সারা ভারত কৃষক সভা, সারা ভারত খেত মজুর ইউনিয়ন, সিআইটিইউ ও পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতির ডাকে এবার ব্রিগেড সমাবেশ। তাদেরই নেতৃত্ব নিরাপদ সর্দার, বন্যা টুডু, অমল হালদার, অনাদি সাহু ও সুখরঞ্জন দে এবার ব্রিগেডে বক্তা। জমি থেকে কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলনকে ভিত্তি করেই এ রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছিল সিপিএম। পার্টি ও নেতারা এসব শ্রেণি থেকে বর্তমানে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। আবার সেই পুরনো উৎসে ফিরতে চাইছে সিপিএম। মন পেতে চাইছে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া সেই কৃষক, শ্রমিক, খেতমজুরদের।কিন্তু ব্রিগেড ভরাতে ও দলের নিচুতলার কর্মীদের দাবিকে সামনে রেখে তরুণ মুখ মীনাক্ষীকে ব্রিগেডের মঞ্চে রাখতে চলেছে সিপিএম। তাঁকে বক্তা তালিকায় না রাখলে পক্ককেশ নেতাদের ভাষণ শুনতে গ্রীষ্মের দাবদাহ উপেক্ষা করে ব্রিগেডে ভিড় হবে না, তা বিলক্ষণ জানেন আলিমুদ্দিনের কর্তারা। তাই দলের তরুণ মুখ মীনাক্ষীকে আনা হচ্ছে বক্তা তালিকায়।

বৈশাখ মাসের প্রবল গরমে ব্রিগেডের মাঠ কতটা ভরবে তা নিয়ে সিপিএমের মধ্যে আশঙ্কা তো রয়েছেই। তাই গত শুক্রবার মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করিয়ে মাঠ ভরানোর ডাক দেওয়া হয়েছে। বিগত কয়েক দশক ধরে সিপিএমের ব্রিগেডে উল্লেখযোগ্য ভিড় হয়েছে। বাংলা থেকে পার্টি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরেও ভিড় হয়েছে ব্রিগেডের মাঠে। গত বছর যুবনেত্রী মীনাক্ষীর আয়োজনে

এরপর ৬ পাতায়

# জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের দিনই কাঁথিতে সনাতনী সম্মেলন, থাকতে পারেন যোগী-রামদেবও

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

দিঘায় মমতার জগন্নাথ ধামের পাল্টা শুভেন্দুর কাঁথিতে লক্ষ সনাতনী সমাবেশ। থাকতে পারেন যোগী, রামদেব-সহ হাজার হাজার সাধু !এ প্রসঙ্গে কাঁথির চেয়ারম্যান ও জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি সুপ্রকাশ গিরি বলেন, "আমরা তো ধর্ম নিয়ে টানাটানি করিনি। জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জেলার গর্ব। আসলে ওরা প্রচারে থাকতে চাইছেন।"আগামী অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মেগা ইভেন্ট পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায়। একইদিনে সৈকতে দিঘা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় যেমন শুভ দ্বার উদঘাটন হবে বহু প্রতীক্ষিত 'জগন্নাথ ধামের', যার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।ঠিক তার থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে অধিকারীদের

খাস তালুক কাঁথি শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ড লাগোয়া রেল স্টেশন ময়দানে হতে চলেছে পাঁচ হাজার সাধু সহ লক্ষ মানুষ নিয়ে সনাতনী সম্মেলন।

রবিবার কাঁথির রেল স্টেশন সংলগ্ন মাঠ পরিদর্শন করলেন দক্ষিণ কাঁথি বিধানসভার বিধায়ক অরূপ কুমার দাস,কাঁথি জেলা বিজেপির সভাপতি সোমনাথ রায়, কাঁথি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট শিক্ষক ড. চন্দ্র শেখর মন্ডল, কাউন্সিলর সুশীল দাস, তাপস দলাইরা।

দিঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের দিনই ৩০ এপ্রিল কাঁথিতে সনাতনী সমাবেশের ডাক দিল সনাতন সংস্কার সমিতি । জানা গিয়েছে সভার জন্যে মহকুমা প্রশাসনের কাছে সভার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছে আয়োজকরা। আয়োজক সনাতনী সংস্কার উন্নয়নী সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এই সমাবেশ উপলক্ষে হোমযজ্ঞ পুজাপাঠের আয়োজন করা হয়েছে। গেরুয়া শিবির সূত্রে খবর সমাবেশে দিন থাকতে পারেন, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্য নাথ, যোগ গুরু রামদেব, পুরীর দয়িতাপতি, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও পাঁচ হাজার সাধু সন্ত।

(৫ পাতার পর)

## প্রবীণদের ভাষণ শুনতে অনীহা! বামেদের ব্রিগেডে বক্তা বদল, সভামঞ্চে মীনাক্ষী

'ইনসাফ যাত্রা' সমাবেশেও ভিড় হয়েছিল। কিন্তু তার প্রতিফলন ভোটবাক্সে পড়েনি বিন্দুমাত্র। সেখানে শূন্য থেকে গিয়েছে লাল পার্টির।

আর এবার সরাসরি সিপিএমের ডাকে ব্রিগেড হচ্ছে না। তার উপর সিপিএমের সংগঠনিক অবস্থাও তথৈবচ। ২০ এপ্রিল ব্রিগেডের সমাবেশের বক্তা তালিকায় রয়েছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ছাড়াও অনাদি সাহু, নিরাপদ সর্দার, বন্যা টুডু, অমল হালদার ও সুখরঞ্জন দে প্রমুখ পার্টির শ্রমিক, কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের নেতারা। কিন্তু জনসমর্থন হারানো সিপিএমের এই পক্ককেশ বক্তাদের (সেলিম ছাড়া) ভাষণ শুনতে ভিড় হওয়া মুশকিল। তাই বক্তা তালিকায় নতুন নাম হিসাবে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে রাখতে বাধ্য হচ্ছে আলিমুদ্দিন। কারণ, যে পাঁচজন নেতা বক্তা তালিকায় রয়েছেন সেই পাঁচজনই প্রথম ব্রিগেডে বক্তব্য রাখবেন।

## ধর্ম ছেড়ে কেন বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বাবা সাহেব আম্বেদকর?

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

শৈশব থেকেই জাত-পাত, বর্ণ বিদ্বেষ দেখেছেন বাবা সাহেব আম্বেদকর। দলিত হওয়ায় তাঁকে শোষণ সহ্য করতে হয়েছিল। তবে জানেন কি, পরবর্তী সময়ে হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম করেছিলেন। কেন তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তার ব্যাখ্যা করে গিয়েছিলেন একটি প্রতিবেদনে। ১৯৫০ সালে কলকাতার মহাবোধী সোস্যাইটির মাসিক পত্রিকায় "বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মের ভবিষ্যৎ" শীর্ষক প্রতিবেদনে তিনি হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্ট ও বৌদ্ধ- এই চার ধর্মের তুলনা করেছিলেন।গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা নিয়েও ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন আম্বেদকর। বুদ্ধ বলেছিলেন, তাঁর ভক্তরা যেন অন্ধ অনুসরণ না করেন। তার শিক্ষাকেই সঠিক শিক্ষা বলে চোখ বুজে মেনে না নেয়। যুক্তি ও ব্যাখ্যা দিয়েই কোনও শিক্ষাকে গ্রহণ করার কথা বলেছিলেন। তাঁর অনুসরণকারীদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।ওই প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে বুদ্ধ বাকিদের থেকে আলাদা। আম্বেদকর লিখেছিলেন, "বাইবেল জুড়ে যীশুখ্রিস্ট বলেছেন যে ঈশ্বরের সন্তান। মহম্মদ আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন যে তিনি ঈশ্বরের দূত। শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে পরমেশ্বর, দেবাদিদেব বলে দাবি করেছেন। সেখানেই বুদ্ধ নিজেকে এমন কোনও স্বীকৃতি দেননি। তিনি একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন এবং ধর্মের প্রচারও সাধারণ মানুষের মতোই করেছিলেন। নিজের কোনও দৈবিক শক্তি রয়েছে বলে দাবি করেননি বা কোনও মিরাকেলও করেননি নিজের দৈবত্ব প্রমাণ করতে। কৃষ্ণ, মহম্মদ ও যীশুখ্রিস্ট নিজেদের মোক্ষদাতা বলে দাবি করেছেন। সেখানে বুদ্ধ মার্গদাতা হিসাবেই সন্তুষ্ট ছিলেন।"

(৩ পাতার পর)

## বাংলায় ওয়াকফ অশান্তির আঁচ পড়শি রাজ্যেও

তিনি বলেন, "শুরু থেকেই বিজেপির নীতি ছিল বিভাজন এবং শাসন। ব্রিটিশরা যে নীতি অনুসরণ করত, বিজেপিও সেই নীতি অনুসরণ করছে। আগামী দিনটি খুবই ভয়ঙ্কর হতে চলেছে। আমি থাকতে রাজ্যে ওয়াকফ আইন কার্যকর হতে দেব না।"তিনি দাবি করেন, ওয়াকফ আইনের কারণেই হিংসা ছড়াচ্ছে, সাধারণ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। বাংলার পরিস্থিতির উদাহরণও দেন।

রবিবার কংগ্রেস বিধায়ক একটি অনুষ্ঠানে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, "বাংলায় ওয়াকফ আইন ঘিরে কী পরিস্থিতি, সবাই জানেন। ঝাড়খণ্ডেও মানুষ ক্ষুব্ধ।"

# সিনেমার খবর

# তবে কি নতুন প্রেমে মজেছেন সারা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

অবসর পেলেই মন্দির দর্শনে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে যান সারা আলি খান। অনুরাগীদের অনেকেই তা জানেন। তারপরও এ বলিউড অভিনেত্রীর মন্দির দর্শনের বিষয়টি নিয়ে তারা মেতে উঠছেন নতুন জল্পনায়।

নেটিজেনদের কেউ কেউ দাবি করেছেন, নতুন করে প্রেমে মজেছেন এই অভিনেত্রী। আর সেই প্রেমিক পুরুষের সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করার বাসনায় মন্দিরে গিয়ে আশীর্বাদ নিচ্ছেন। তবে নেটিজেনদের এই দাবি সত্য কিনা, তার শক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

কামাখ্যার মন্দিরে সারাকে যে এক রহস্যময় পুরুষের সঙ্গে দেখা গেছে, তার প্রমাণ তুলে ধরেছেন ছবিশিকারিরা।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গেছে, সম্প্রতি আরও একবার কামাখ্যা দর্শনে গিয়েছিলেন সারা। মন্দির দর্শনের মুহূর্তে শিকারিরা যে ছবিগুলো তুলেছেন, তার ফ্রেম নজর কেড়েছে এক ‘রহস্যময় পুরুষ’।

ছবিতে আরও দেখা গেছে, সাদা শিফনের সালোয়ার পরে সিঁদুরে কপাল রাঙিয়েছেন সারা। মন্দিরে প্রবেশ করেই একমনে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন। পুজোর পর নৌকা চড়ে ব্রহ্মপুত্র বুকে ভেসে বাড়ানোর মুহূর্তটাও ক্যামেরাবন্দি করে রেখেছেন অনুরাগীরা। তবে সেই গুচ্ছখানেক ছবির মধ্যে একটি ছবি নিয়ে মূলত প্রেমের গুঞ্জনের সূত্রপাত।

সেই ছবিতে দেখা গেছে, কামাখ্যার নিয়মমাফিক পূজা দেওয়ার পর রীতি অনুযায়ী সিঁদুরেমাখা মূর্তিতে কাঁচা পয়সা দিচ্ছেন সারা। আর সেখানেই অভিনেত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন একজন, যিনি পূজার লাল উত্তরীয় গলায় জড়িয়ে সারার পাশে দাঁড়িয়ে আশীর্বাদ নিচ্ছেন। তা দেখেই নেটিজেনরা একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন সারাকে। তাঁর সঙ্গে থাকা রহস্যময় পুরুষটি নতুন প্রেমিক কিনা? সেই প্রশ্নই জোরালো হয়ে উঠেছে নেট দুনিয়ার বাসিন্দাদের কাছে।

# কবে বিয়ে করবি, কবে বাচ্চা হবে, দেবকে তার মায়ের প্রশ্ন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বয়স ৪২। এখনো অবিবাহিত। যদিও চিত্রনায়িকা রুক্মিণী মৈত্রর সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্কের খবর কারো অজানা নয়। বলছি টালিউড সুপারস্টার দেবের কথা।

দেবের ভক্ত-অনুরাগীরাও চান তাদের প্রিয় অভিনেতা বিয়ে করুক। তাতে খুব একটা পাত্তা দেননি। কিন্তু বাড়িতে তার মা-বাবাও কী বিয়ের কথা বলেন? এক সাক্ষাৎকারে এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন দেব।

শুধু এ প্রশ্নের উত্তরই দেননি, বরং মজার তথ্যও প্রকাশ করেছেন দেব। এ অভিনেতা বলেন, “মা প্রতিদিন বাড়িতে বলেন— বিয়ে করো, বিয়ে করো, কবে বাচ্চা হবে? বাচ্চা কবে বড় হবে। তুই বুড়ো হয়ে যাবি, তোর বাচ্চার বয়স যখন ১০ হবে, তোর তখন ৭০ হবে। এসব প্রতিদিন আমাকে শুনতে হয়।”

দেবের তার হাত ধরে রুপালি জগতে পা রাখেন অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্র। দেবের সঙ্গে জুটি বেঁধে সবচেয়ে বেশি সিনেমায় অভিনয় করেছেন এই অভিনেত্রী। পর্দার রসায়ন ব্যক্তিগত জীবনেও গড়িয়েছে। চুটিয়ে প্রেম করছেন তারা। সুযোগ পেলেই এ জুটি উড়ে যান বিদেশে।

২০১৭ সালে ‘চ্যাম্প’ সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় পা রাখেন রুক্মিণী। অভিষেক চলচ্চিত্রে জনপ্রিয় চিত্রনায়ক দেবের সঙ্গে জুটি বেঁধে পর্দায় হাজির হন। তারপর ‘ককপিট’, ‘কবীর’, ‘কিডন্যাপ’, ‘পাসওয়ার্ড’, ‘ব্যোমকেশ ও দুর্গরহস্য’ প্রভৃতি সিনেমায় জুটিবদ্ধ হন তারা।

# মা হারালেন বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকলিন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্দেজের মা কিম ফার্নান্দেজ মারা গেছেন। রোববার (৬ এপ্রিল) মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। অভিনেত্রীর টিম সূত্রে এই খবর প্রকাশ করেছে ভারতীয় গণমাধ্যম।

গত ২৪ মার্চ হৃদরোগে আক্রান্ত হলে মুম্বাইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয় জ্যাকলিনের মাকে।

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফেরেন অভিনেত্রী। এরপর থেকে মায়ের পাশেই ছিলেন। অসুস্থ মাকে সময় দিতে গিয়ে সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। আইপিএল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পারফর্ম করার পরিকল্পনাও বাতিল করেন।

মুমূর্ষু মাকে আইসিইউতে রেখে কোথাও যেতে চাননি তিনি। তবে মাকে সুস্থ করে ফেরাতে পারলেন না অভিনেত্রী।

তার মা কিম ছিলেন মালয়েশিয়ান এবং কানাডিয়ান বংশোদ্ভূত। অন্যদিকে, তার বাবা এলরয় ফার্নান্দেজ শ্রীলঙ্কার বাসিন্দা। এই দম্পতির দেখা হয় ১৯৮০ সালে। তখন কিম একজন বিমানসেবিকা হিসেবে কাজ করতেন। বাহরাইনেই বাস করতেন জ্যাকলিনের মা।

২০২২ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দেশটিতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। এবার ভারতে অসুস্থ হয়ে পড়লে দেশটির একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তাকে দেখতে এসেছিলেন সালমান খানও।

জ্যাকলিনের জীবনের একমাত্র ছায়াসঙ্গী তার মা কিম। তাকে হারিয়ে বাকরুদ্ধ অভিনেত্রী। এ তারকার অনুরাগীরাও শোকাহত। তবে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেননি জ্যাকুলিন।

# ঝামেলায় জড়ালেন বুমরা-করুণ! রোহিতের রিয়্যাকশন ভাইরাল

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

কলকাতা: মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচে নানা চড়াই-উতরাই দেখা গিয়েছে। শেষ অবধি রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। একটা সময় অবধি অবশ্য ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল দিল্লির হাতে। দুর্দান্ত ব্যাটিং করেন ইমপ্যাক্ট হিসেবে নামা করুণ নায়ার। ২০২২-এর পর ফের আইপিএলের ম্যাচে করুণ। ভালো খেললে প্রতিপক্ষ প্লেয়ার মনসংযোগ ভাঙার চেষ্টাও করেন। করুণের সঙ্গে কি এমন কিছুই হয়েছিল? করুণ ও বুমরার মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। করুণ নায়ার ক্ষমাও চেয়ে নেন বুমরার কছে। বুমরা অবশ্য অন্য মেজাজে ছিলেন। এর মাঝে ভাইরাল রোহিত শর্মার রিয়্যাকশন।

আইপিএলের এই মরসুমে প্রথম ম্যাচ খেললেন করুণ। সেখানেই অসাধারণ ব্যাটিং। ৪০ বলে ৮৯ রানের অনন্য ইনিংসে প্রত্যাবর্তন। রবিবার আইপিএলে ছিল ডবল হেডার। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে দিল্লি ক্যাপিটালস মুখোমুখি হয় মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। ড্রিঙ্কস বিরতিতে বাক্য বিনিময় করতে দেখা যায় বুমরা ও করুণ নায়ারের। বুমরার বিরুদ্ধে শুরু থেকেই শট খেলছিলেন করুণ। ম্যাচের এক মুহূর্তে করুণ রান নেওয়ার সময় বুমরার সঙ্গে ধাক্কা লাগে। সেখান থেকেই শুরু হয় বির্তক। ম্যাচের মাঝেও দুই জনের মধ্যে তীব্র তর্কাতর্কি হয়।

পরে মুম্বই ক্যাপ্টেন হার্দিক এসে ব্যাপারটা সামাল দিয়েছেন। দুই ক্রিকেটারের আগ্রাসনের মজা নিচ্ছিলেন রোহিত শর্মা! ওই সময় রোহিত শর্মাকে হাসতে দেখা যায়। তাঁর সেই রিয়্যাকশান ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। অনেকেই মনে করছেন যে এই ঘটনায় বুমরার রিয়্যাকশান একটু অতিরিক্ত ছিল। এমনকি ধারাভাষ্যকাররাও মনে করছেন যে ঘটনাটি ঘটার ঠিক আগে করুণের ব্যাট থেকে যে বড় শট আসছিল তাতেই বুমরা বিরক্ত ছিলেন।

# অক্ষর প্যাটেলকে ১২ লাখ রুপি জরিমানা

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

চলতি আইপিএলে প্রথম হারটাও নিয়ে এল দুঃসংবাদ দিল্লি ক্যাপিটালসের জন্য। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের কাছে হারের ম্যাচে দলের অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলকে গুনতে হয়েছে মোটা অঙ্কের জরিমানা। স্লো ওভার-রেটের কারণে তাকে ১২ লাখ রুপি জরিমানা করেছে আইপিএল কর্তৃপক্ষ।

আইপিএলের আচরণবিধির ধারা ২.২২ অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বোলিং ইনিংস শেষ করতে না পারলে এই জরিমানা ধার্য করা হয়। যেহেতু এটি অক্ষরের মৌসুমের প্রথম স্লো ওভার-রেটের ঘটনা, তাই শাস্তি সীমিত ছিল শুধুই আর্থিক জরিমানায়। তবে ভবিষ্যতে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটলে শাস্তির মাত্রা বাড়বে।

এর আগেও চলতি আসরে একই অপরাধে জরিমানা গুণেছেন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হার্দিক পান্ডে, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর রজত পাতিদার, এবং রাজস্থান রয়্যালসের রায়ান পারাগ ও সঞ্জু স্যামসন।

# কোথায় যাচ্ছেন মুলার-ডি ব্রুইনারা

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

গত ১০ বছর ছিল ম্যানচেস্টার সিটির সোনালি সময়। এই সময়ে তারা ছয়টি প্রিমিয়ার লিগ, একটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ মোট ১৬টি শিরোপা জিতেছে। এই সোনালি সময়ের অন্যতম রূপকার কেভিন ডি ব্রুইনা গত শুক্রবার সিটি ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন। ৩৩ বছর বয়সী বেলজিয়ান তারকার নতুন ঠিকানা নিয়ে তৈরি হয়েছে কৌতূহল। ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা দুই তারকা লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর সতীর্থ হওয়ার গুঞ্জন রয়েছে তাঁর।

বায়ার্ন মিউনিখের সোনালি প্রজন্মের তারকা থমাস মুলার ক্লাব ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন গতকাল। জার্মান তারকার নতুন গন্তব্য নিয়েও রয়েছে কৌতূহল। দু'জনই চলতি মৌসুম শেষে ফ্রি এজেন্ট হয়ে যাবেন বলে ট্রান্সফার ফি ছাড়াই তাদের দলে নেওয়া যাবে।

ডি ব্রুইনার সম্ভাব্য গন্তব্য হিসেবে বেশি শোনা যাচ্ছে সৌদি ক্লাব আল নাসরে এবং যুক্তরাষ্ট্রের মেজর সকার লিগের ক্লাব ইন্টার মায়ামির নাম। তুরস্কের ক্লাব ফেনারবাখও তারকা এ মিডফিল্ডারকে দলে নিতে চাইছে। তুর্কি ক্লাবটির কোচ হোসে মরিনহো। পর্তুগিজ এ কোচের আগ্রহেই তারা ব্রুইনাকে মোটা বেতনে দলে চাইছে। জানা গেছে, সপ্তাহে তারা আড়াই লাখ পাউন্ড বেতন দিতে রাজি ডি ব্রুইনাকে। তবে বেলজিয়ান এ তারকার যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

কদিন আগেই থমাস মুলারের বায়ার্ন ছাড়ার খবর প্রকাশ্যে আসে।

গতকাল এক বিবৃতিতে বায়ার্নের সঙ্গে ২৫ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি, 'আজকের দিনটি আমার জন্য অন্য সব দিনের মতো নয়। বায়ার্ন মিউনিখের খেলোয়াড় হিসেবে আমার ২৫ বছরের পথচলা এই গ্রীষ্মে শেষ হতে চলেছে। এটা এক অবিশ্বাস্য যাত্রা ছিল, যা অনন্য সব অভিজ্ঞতা, দুর্দান্ত সব লড়াই এবং অবিস্মরণীয় সব জয়ে পরিপূর্ণ।'

তবে বিদায়ের ঘোষণা দিলেও সম্ভাব্য গন্তব্য নিয়ে নিশ্চুপ মুলার। বায়ার্ন কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে কিছু বলছে না। তাঁর সম্ভাব্য গন্তব্য হিসেবে মেজর সকার লিগের ক্লাবের কথা শোনা যাচ্ছে। সে সঙ্গে সৌদি আরবেও যেতে পারেন তিনি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR